বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইবি ছাত্রলীগের বৃক্ষরোপন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) শাখা ছাত্রলীগের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শুক্রবার (৫ জুন) দুপুরে মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব ম্যুরালের পাশ্ববর্তী জায়গা সহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রায় শতাধিক বৃক্ষরোপন করেন নেতৃবৃন্দ।

জানা যায়, সারা বিশ্বে মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে অসহায় করে দিয়েছে জনজীবন। তবুও থেমে নেই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কার্যক্রম। করোনা পরিস্থিতিতে নানা ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সংগঠনটি। এর মধ্যেও ভয়কে জয় করে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কর্মসূচী ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। কেন্দ্রীয় ঘোষিত এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করেন শাখা ছাত্রলীগ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক নেতা তৌকির মাহফুজ মাসুদ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন, সহ সম্পাদক ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এ ব্যাপারে সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেন, মুজিববর্ষ ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আমরা বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করেছি। এছাড়া জীবন ধারণ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা হল অক্সিজেন, যা আমাদের যোগান দেয় উদ্ভিদ। তাই জীবনের জন্য ও পরিবেশের জন্য, উদ্ভিদ কূলকে এবং পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের পরিস্থিতি বজায় রাখতে বৃক্ষরোপনের বিকল্প নেই।

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির

কাছাকাছি এলেই সতর্ক করবে স্মার্টফোন

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে চিকিৎসা নেওয়া ব্যক্তির সংস্পর্শে এলেই সতর্ক করবে স্মার্টফোন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই অ্যাপ চালু করতে যাচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক জানান, নাগরিকদের সুরক্ষায় কন্টাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ নিয়ে আমরা বেশ কিছু দিন থেকে কাজ করছিলাম। অবশেষে আমরা এটি চালু করতে পেরেছি। আজ এর উদ্বোধন করা হবে।

কন্টাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ ডাউনলোড করার পর স্মার্টফোনের লোকেশন এবং ব্লুটুথ অন রেখে বাড়ির বাইরে বের হলে এটি এক-দুই মিটারের মধ্যে যারা থাকবে তাদের হিস্ট্রিগুলো আমাদের ডাটাবেইসে পাঠাবে।

কেউ যদি আক্রান্তের কাছাকাছি চলে যায় তাহলে সে স্মার্টফোনে অ্যালার্ট পাবে। তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিরা যদি কয়েক দিন পরও করোনা পজিটিভ হয় তাহলেও স্মার্টফোন থেকে সতর্কবার্তা পাওয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে ফোন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেওয়া হবে।

সূএ বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে পৌর বিএনপি’র

উদ্দেগ্যে ৪০০টি পরিবারকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সম্প্রতি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর জেলা শাখার সভাপতি ডা: এএফএম আমিনুল হক রতন এ কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটিতে ডা: মাশতুরা হক মীম সভাপতি ও ডা: রেজাউল করিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

কমিটিতে সহ সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ডা: রঞ্জিতা সরকার, ডা: মুমসাদ সায়েম পুনম, ডা:প্রশান্ত কুমার ধর।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন- ডা: মোয়াজ্জেম হোসেন, ডা: ইফফাত জাহান তনুজা, ডা: রাগবির হোসেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ডা: জিন্নাহ সায়ের মাহমুদ, ডা: রাজিব রওসন।

এছাড়াও কমিটিতে অন্যান্য সদস্যরা হলো কোষাধ্যক্ষ ডা: কনক চক্রবর্তী, প্রচার সম্পাদক ডা: মলি রানী ঘোষ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা: হাসিব হাসান, রোগী কল্যাণ সম্পাদক ডা: নুরুন নাহার, ছাত্র কল্যান সম্পাদক ডা:আব্দুল্লাহ আল মামুন, ক্রীড়া সম্পাদক ডা: মো: আল মুন্তাসির, পরিবশে বিষয়ক সম্পাদক ডা: তাহমিনা তাবাসসুম প্রমি, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ডা: তারেক হাসান, দুর্যোগ ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ডা: সামান্তা আলম রিস্তা।
এছাড়াও ডা: সোনাপতি বিশ্বাস ডা: মনিকা ইসলাম মৌ, ডা: শারমিন শিমু, ডা: তাহসিনা আহমেদ, ডা: ইমরান হোসেন, ডা: আবু সুফিয়ান স্বজন, ডা: মাহবুবা হাসান মনি ও ডা: মাশকুরা জাহান কলিকে কার্যকরী সদস্য ঘোষনা করা হয়।

নতুন এ কমিটিকে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছে।

নতুন কমিটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ডা: এএফএম আমিনুল হক রতন বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাস্থ্যখাতের ভিশন পূরণে এই কুষ্টিয়া মেডিকেলের ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের ইচিপ কমিটি এগিয়ে যাবে।

সদ্য ঘোষনাকৃত এ কমিটির সভাপতি ডা: মাশতুরা হক মীম ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এর পাশাপাশি নবগঠিত ইচিপ

কমিটির দায়িত্ব ও হাসপাতালে তাদের অপরিসীম ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংকটসহ বেশ কিছু সমস্যার মধ্যেও করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেও ঝুঁকি নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা রোগীকে সেবা দেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদেরও ভয় আছে। আমাদেরও পরিবার আছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় পারসোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট পিপিই, গ্লাভস ও জীবাণুনাশকের চাহিদা বাড়ানো প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।
এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ইচিপ কমিটি সে দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করবে। পাশাপাশি নতুন
ইন্টার্ন চিকিৎসক পরিষদের (ইচিপ) কমিটির নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতাও কামনা করেন তিনি।

মেহেরপুরে যাত্রী সংকটে বাস, দখলে ইজিবাইক

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারনে দুই মাসের অধিক সময় ধরে বন্ধ থাকার পর মেহেরপুরসহ দেশ ব্যাপী গনপরিবহন চালু হয়েছে। গত সোমবার (১ জুন) থেকে ৬০ শতাংশ ভাড়া বাড়িয়ে আন্তজেলা ও দুরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়েছে।
কিন্তু বাস চলাচল শুরু হলেও মেহেরপুরে যাত্রী সংকটে ভুগছে বাস পরিবহন।

বিশেষ করে আন্তজেলা বাস গুলোতে একেবারেই যাত্রী কম। ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে মালিকদের। সেই সাথে পরিবহন শ্রমিকরাও সঠিক বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাস চলাচল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা করছে মালিক সমিতি।

সীমিত আকারে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা রোডে বাস চলাচল করলেও যাত্রী অভাবে বন্ধ আছে মেহেরপুর- মুজিবনগর রোডে। মটর শ্রমিক ইউনিয়নের অভিযোগ অবৈধ ইজিবাইকে যাত্রী বহনের কারনেই বাসে যাত্রী সংকট। এছাড়াও ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক

যাত্রীই বাসে উঠতে নারাজ। স্বাস্থ্যবিধি লংঘন হলেও যাত্রীরা চড়ছে ইজিবাইকেই।

এ বিষয়ে জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরি সভাপতি সোহেল আহমেদ জানান, দির্ঘদিন বাস চলাচল বন্ধ ও ভাড়া বৃদ্ধির কারনে যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাস চলাচল নিশ্চিত করছি। কিন্তু অবৈধ ইজিবাইক গুলো স্বাস্থ্যবিধি মানার কোন বালাই নেই। তারপরও যাত্রীরা কম ভাড়ার জন্য সেটিই ব্যবহার করছে।

বাস মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বলেন, দির্ঘদিন পরে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করেও যাত্রী সংকটের কারনে লোকসান হচ্ছে। এমন অবস্থায় অবৈধ পরিবহন গুলো নিষিদ্ধ করে স্বাস্থ্যসম্মত বাসে যাত্রী চলাচল নিশ্চিত করতে হবে।

প্রলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, আমরা গণ পরিবহনের পাশাপাশি ছোট খাটো পরিবহন গুলোতেও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে কাজ করছি। আমাদের একটি চৌকস দল সব সময় মাঠে অবস্থান করছে। সেই সাথে কঠোর নজরদারিতে পরিবহন গুলো রাখা হয়েছে। এরপরও কিছু অবৈধ পরিবহন আছে যারা যত্রতত্র যাত্রী উঠাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আরমা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।
মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রাম থেকে ৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ শফিকুল ইসলাম (৩৫) নামের একজনকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। শফিকুল ইসলাম খাসমহল গ্রামের নজরুল ইসলামের (নজু) ছেলে।

বৃহস্পতিবার বিকাল সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের এসআই নূর ইসলাম ও নারদসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে শফিকুল ইসলামকে খাসমহল ধলার মাঠ থেকে আটক করে।

পরে তার ব্যাগ তল্লাশি করে ৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশ খাস মহল গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে শফিকুল ইসলাম নামের একজনকে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়।

শুক্রবার শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে।
মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে এক রাতে কৃষকের আট টি সেচ পাম্প গায়েব

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া ও শিশিরপাড়ার মাদিয়ার মাঠে থেকে গত বুধবার দিবাগত রাত্রে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে আট টি সেচ পাম্প চুরি হয়েছে।

চুরি হওয়া সেচ পাম্পের মধ্যে মৃত ফয়জদ্দীনের ছেলে মাছিন আলীর (২)টি, মৃত মোবারক ছেলে আসমত আলীর (১)টি, মৃত খয়রদ্দিনের ছেলে জমির আলীর (১)টি, রেজাউল হকের ছেলে ছানোয়ারের (১)টি, মৃত মোবারক ছেলে আরফিন আলীর (১)টি, ২নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া মৃত দাউদ মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলামের (১)টি, আজিমদ্দিন ছেলে বাইদুল্লাহর (১)টি সর্বমোট ৮টি সেচ পাম্প।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান (মদন) মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, আমার ওয়ার্ডের ৫ জন কৃষকের ৬ টি মটর মাদিয়ার মাঠ থেকে চুরি হয়ে যায়। এই মাঠে প্রায় ১ হাজার বিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ হয়। ৮টি মটর চুরির কারনে গরীব কৃষকরা দিশেহার হয়ে পড়েছে।

গাংনী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, প্রতিটি মটরের দাম ২৫ হাজার টাকা প্রায় ২

লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে গরীব কৃষকদের।

এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত গাংনী থানায় কোন সাধরণ ডাইরি হয়নি।

কোটচাঁদপুরে সরকারিভাবে বোরো ধান-চাল সংগ্রহের উদ্বোধন

“শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে অভ্যন্তরীণ বোরো ধান-চাল ক্রয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪জুন) সকালে স্থানীয় উপজেলা খাদ্য গোডাউন প্রাঙ্গনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা খাদ্য বিভাগের আয়োজনে ধান ক্রয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সরকারি ভাবে ধান-চাল ক্রয়ের উদ্বোধন করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার আব্দুল আজিজ, উপজেলা খাদ্য গোডাউনের ওসি.এল.এসডি নাঈম নাজমুল হাসান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বাহাউল ইসলাম, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক সামাউল হক লাড্ডু।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,সাবদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী, কুশনা ইউপি চেয়ারম্যান আঃ হান্নান. পৌর স্বেচ্ছা সেবকলীগ আহবায়ক জাহিদ হোসেন, রাইচ মিল মালিক সমিতির সভাপতি রাজেদুল

ইসসলাম রাজা ও বকুল অটো রাইস মিলের মালিক মহাসিন আলী বকুল প্রমূখ।

খাদ্য বিভাগের তথ্য মতে কোটচাঁদপুর উপজেলায় এবার সরাসরি ৪’শ ৯৪ জন কৃষকদের কাছ থেকে ৯’শ ৮৮ মেট্রিক টন ধান ও মিল মালিকদের কাছ থেকে ৮’শ ৩৪ মেট্রিক টন চাল সরকারি ভাবে সংগ্রহ করা হবে।

মুজিবনগর হাসপাতালে এসওসিএম নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রোগী হয়রানীর অভিযোগ

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এসওসিএম নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে রোগী হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে চিকিৎসা না দিয়ে অন্যত্র রেফার্ড, রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে খারাপ আচরণ ও সঠিক প্রেসক্রিপশন না করার অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী অনেকেই।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় ১২ বছর ধরে এসওসিএম পদে চাকরী করছেন একই উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নুরুল ইসলাম। দীর্ঘ সময় চাকরির ফলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একতরফা রাজত্ব কায়েম করে নিয়েছেন নরুল। অধিকাংশ সময় ছোট খাটো সমস্যার রোগী হলেও রেফার্ড করা হয় সদর হাসপাতালে।

সম্প্রতি মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে তামিম হোসেন (৭) গ্লুকোজ ভেবে ব্লিচিং পাউডার খেয়ে ফেলে। পরে তাকে নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়া হলে প্রথমে তাকে চিকিৎসা দিতে পারবেনা বলে জানায় নুরুল ইসলাম।

তামিমের মামা জানান, স্থানীয় এক আওয়ামীলীগ নেতার সুপারিশে নাম মাত্র চিকিৎসা দিয়ে রেফার্ড করে দেয় সদর হাসপাতালে।
স্থানীয় কয়েকজন জানায়, ডা. নুরুল ইসলাম ১২ বছর ধরে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চাকরি করছে। স্থানীয় মানুষ হওয়ায় নিজের খেয়াল খুশিমত চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন।

অভিযুক্ত এসওসিএম নুরুল ইসলাম বলেন, আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ সব মিথ্যা। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন। তবে অনেক সময় রোগীর চাপ থাকলে কারও সাথে খারাপ আচরণ হয়ে যেতে পারে।

মেডিকেল অফিসার রিয়াদ হোসাইন বাপ্পি বলেন, আমরা সব সময় চেষ্টা করি ভালো সেবা দেওয়ার জন্য । সিরিয়াস কোন কেস হলে সেটা রেফার্ড করে দিই।
আরএমও মাহামুদুর রহমান বলেন, আমাদের জনবল কম। প্রয়োজীয় উপকরণ নেই। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা শতভাগ করা কঠিন। আমি ৬ মাস হলো এসেছি এর মধ্যে নরুল ইসলামের বিষয়ে যতটুকু জানতে পেরেছি, তিনি ভালো সেবা দিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এটার ব্যত্তয় ঘটতে পারে।
সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, আমি নুরুল ইসলামের বিষয়ে কোন লিখিত অভিযোগ পাইনি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে গণধর্ষণ

মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ায় মধ্যে বয়সী স্বামী পরিত্যক্তা এক মহিলা
(৪০) কে রাতভর পালাক্রমে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নির্যাতিতা বাদী হয়ে ৩ জনকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করেন।

পুলিশ মামলার পরপরই গতকাল বুধবার অভিযান চালিয়ে তিন ধর্ষককে আটক করে। মেহেরপুর সদর থানার এসআই অজুন কুমার সরকার এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকৃতরা হলো- মেহেরপুর শহরের ৪নং ওয়ার্ডের শেখপাড়ার মৃত আমিন উদ্দিনের ছেলে রাব্বী (২৫), আঃ সামাদের ছেলে শাকিল (২২) ও আনারুলের ছেলে ইমরান (২৩)কে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে নির্যাতিতা বলেন, আমি লালনের ভক্ত। এই সুবাদে আমি

গত শনিবার (৩০ মে) কালাচাঁদপুর এক মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। পরে আমি বাড়ির উদ্দেশ্য রওনা দিই। এসময় কোন গাড়ি বা অটো পাচ্ছিলাম না। হাঁটতে হাঁটতে আসার কারণে একটু সন্ধ্যায় হয়ে যায়। শহরের শেখ পড়ায় পৌঁছানোর পর রাস্তায় আমাদের এক ভক্ত আহসানের সাথে দেখা। আহসান হচ্ছে শেখ পাড়ার তাজুল ইসলামের ছেলে। আহসান আমার পূর্ব পরিচিত। আহসানের সাথে দেখা হওয়ার পরে আমাকে আম ও লিচু দেওয়ার জন্য পাশের বাগানে নিয়ে যায়। ঐ বাগান আহসান পাহারা দেয়। বাগানের ভিতরে গিয়ে দেখি দুজন ছেলে আছে। ওরা আহসানের সাথে থাকে। ওরা সবাই বলল বুবু কয়েকটি আম খেয়ে যান। তাই আমিসহ সবাই বাগানের ভিতর একটি ছোট্ট শান-বাঁধানো জায়গায় বসেছিলাম।

নির্যাতিতা বলেন, হঠাৎ করেই রাব্বি, শাকিল ও ইমরান এসে আমাদের কে গালাগালি করে। বলে তোরা এখানে কি করছিস এই বলেই আহসান সহ ঐ দুটি ছেলের গলায় ছুরি ধরে জিম্মি করে। আমাকে দুজন এসে চেপে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। পরে যখন আমি বাধা প্রদান করি তারা তখন আমার সাথে আচরণ আরও খারাপ করে। তারপর আমাকে বাগানের একটি ঘরে নিয়ে পালাক্রমে রাতভর ধর্ষণ করে। পরে আবার মাঝরাতে তারা হেরোইন সেবন করে আমাকে ধর্ষণ করে এবং আমাকেও খাওয়ানো চেষ্টা চালায়। ভোর রাতে ওরা চলে যাওয়ার সময় আমার মোবাইল, ব্যাগ ও ব্যাগে থাকা ভোটার আইডির কপি, ছবি ও কিছু টাকা নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা বলে ৫০০০ টাকা নিয়ে এগুলো নিতে এখানেই আসবি। আর এখন থেকে তোকে রোজ আসতে হবে। তারপর আহসানের একটি ছেলে আমাকে হাসপাতাল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায়।